কিউবার হোসে মার্তি ও প্যালেস্টাইনের মাহমুদ দারবিশ ঃ সর্বকালীন আন্তর্জাতিক প্রতিরোধী কবি

অশোক চক্রবর্তী

প্রতিবাদ এই শব্দটির মধ্যে একটা সাময়িকতার ইঙ্গিতে আছে, প্রতিবাদ (Protest) একসময় স্তিমিত হয়ে আসে, থিতিয়ে পরে, প্রতিরোধের (rasistance) জন্য চাই পূর্ণ আর অবিরাম সচেতন মানসিকতা। শুধু প্রতিবাদী কবিতা, বিশেষত তা যদি রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে উঠে আসে, অনেক সময় ম্যানিফেস্টো বা স্লোগান হয়ে উঠতে পারে। যা শেষ পর্যন্ত সময়ের মাপকাঠিতে কবিতা হিসেবে টিকে থাকে না। আবার রাজনৈতিক বিশ্বাসের উর্ধ্বে উঠে কবি অসাধারণ সৃষ্টিকার হতে পারেন, বাংলায় তার প্রমাণ দিনেশ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ।

অতএব আমরা প্রতিরোধী কবি শব্দটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী। টরেন্টো আন্তর্জাতিক প্রতিরোধী কবিতা সম্মেলন নামটি উপরোক্ত চিন্তা থেকে রাখা হয়েছে। বহুদিন এই সংস্থার সভাপতি ও ডিরেক্টর থাকার সুবাদে বিভিন্ন ল্যাটিন মার্কিন ও অ্যাফ্রো-এশিয়ান কবিদের ওপর কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতিরোধী কবিদের যে নামগুলি দ্রুত মনে আসে তাঁর কয়েকজন হলেন নাজিম হিকমত (তুরস্ক), সেজার ভালেহো (পেরু), ভিক্টর হারা (চিলি), তরাস শেভচেঙ্কো (ইউক্রেন), ফায়েজ আহমেদ ফয়েজ (পাকিস্তান)। আমাদের আলোচ্য কবিযুগল হোসে মার্তি ও মাহমুদ দারবিশ। অন্যান্য কবিদের কথা আপাতত থাক।

একটি সাধারণ যোগসূত্র এই কবিদের জীবনচর্যা, চিন্তা ও চেতনায় বর্তমান। এরা প্রায় সকলেই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, মুক্তির জন্য সংগঠন করেছেন, বন্দীজীবন যাপন করেছেন, সম্মুখ যুদ্ধে, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করতে গিয়ে উদার মানবতাবাদী দৃষ্টি বজায় রেখেছেন, দিক্‌ভ্রান্ত হননি। ঠিক এই কারণেই এঁরা আন্তর্জাতিক কবি, দেশের জন্য সংগ্রাম করলেও এরা দেশ ও জাতির উর্ধ্বে উঠে সারা বিশ্বকে ছুঁতে পেরেছেন। এঁরা সেই অর্থে একই পথের সহযাত্রী। চিন্তা ও চেতনায় এক কিন্তু কি স্বতন্ত্র এঁদের উপস্থাপনা।

হোসে মার্তি (কিউবা, ১৮৫০—১৮৯৫) ঃ

পুরো নাম হোসে হুলিয়ান মার্তি পেরেজ। যে মুষ্টিমেয় কবিদের কর্মে এবং কথায় দ্বিচারিতা নেই মার্তি তাঁদের অগ্রগণ্য, জাতির নায়ক, কবি, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, সাংবাদিক, প্রকাশক প্রফেসর ও দার্শনিক মার্তি কিউবার প্রবাদ প্রতিম পুরুষ।

ফিদেল কাস্ত্রোর কিউবান বিপ্লবের সাত দশকে আগে তিনি স্প্যানিশ উপনিবেশের শক্তির বিরুদ্ধে 'কিউবান রেভলিউশনারী পার্টি' গড়ে তোলেন। নিজে মারা যান "দোস রায়স" এর সশস্ত্র বিপ্লবের সময় সম্মুখ যুদ্ধে। মার্তির স্বাধীনতাকামী জনচেতনার সার্থক রূপায়ণ হল আরো ছয় দশক পরে, কাস্ত্রোর হাতে। বলা চলে তিনি হলেন চে গুয়েভারা আর কাস্ত্রোর পূর্বসুরী। মার্কিন উপনিবেশিকতাবাদ ও আগ্রাসন নীতির বিরুদ্ধে আমৃত্যু প্রতিবাদ করে গেছেন, এবং কি আশ্চর্য! খোদ নিউইয়র্ক-এর সেন্ট্রাল পার্কে এই জন্ম বিপ্লবীর একটি অশ্বারোহী মূর্তি আছে।

তাঁর "গুয়াস্তানামেরা" সারা ল্যাটিন আমেরিকায় অতি জনপ্রিয় গান, এই গানটিকে বলা হয় কিউবার বেসরকারী জাতীয় সঙ্গীত। ল্যাটিন আমেরিকার অনেক কবি, বিশেষ করে রুবেন্দাইও (নিকারাগুয়া), গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল-এর (চিলি) কবিতায় তাঁর প্রভাব আছে।

ষোল বছর বয়সে "আব্দালা" আর 'দশই অক্টোবর' কবিতা লেখার জন্য পাঁচ বছরের কারাবাস। জনমতের চাপে স্পেনে নির্বাসন (১৮৭১—৭৪), এবং সেখানে আইনের ডিগ্রী লাভ। স্প্যানিশ সরকার কিউবাতে আইন প্যাকটিস করার অনুমতি না দেওয়ার জন্য মেক্সিকোয় বসবাস (১৮৭৫—৭৮), কিছু নাটক, কাব্যগ্রন্থ ও প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন এই সময় আর অধ্যাপনা করেছেন। তারপর গুয়াতেমালা, ভবিষ্যত স্ত্রী কারমেনের সঙ্গে আলাপ। ১৮৭৮ সালে অল্পদিনের জন্য কারমেন ও নবজাতক সন্তানকে নিয়ে কিউবা ফেরা। গ্রেপ্তার এবং আবার স্পেনে নির্বাসন। মুক্তির পর উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে আর আর্জেন্তিনার প্রতিনিধি ও কনসাল জেনারেলের পদ নিয়ে নিউ ইয়র্ক-এ এলেন মার্তি। স্ত্রী পুত্র কিউবায়।

১৮৯৩ সাল পর্যন্ত সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকায় ঘুরেছেন কিউবার মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনায়। ১৮৯৫ সালে কিউবার মাটিতে তাঁর অভিযান স্প্যানিশ শাসকদের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যু ঘটে। বিয়াল্লিশ বছরের স্বল্প জীবন। অর্ধেকের বেশি কেটেছে নির্বাসনে। অতএব তাঁর কবিতায় স্বাভাবিক ভাবেই আছে নির্বাসিতের বেদনা, প্রিয়জন বিচ্ছেদের বেদনা আর দেশের জন্য, মুক্তির জন্য, তীব্র আকুলতা।

আমার অনূদিত কিছু কবিতার অংশ এখানে তুলে দিলাম। এটুকু স্মরণে রাখা দরকার যে এই কবিতাগুলি লেখা হয়েছে অন্তত একশ কুড়ি বছর আগে।

হোসে মার্তির কবিতা ও কবিতাংশ ঃ—

সাদা গোলাপ
একজন সত্যিকারের বন্ধু
তার অকপট হাত
অনায়াসে দিয়েছিল আমাকে
জানুয়ারী বা জুলাই, যে কোন মাসেই হোক না কেন
তার জন্য সব সময়
একটি সাদা গোলাপ রেখে দিই,

আমি যে হৃদয় নিয়ে বাস করি
তাকে টুকরো টুকরো করে
দিতে চেয়েছিল যে নিষ্ঠুর মানুষটি
মনে মনে তার জন্য
কতবার কাঁটা ঝোপের চাষ করেছি

তার জন্যও রেখে দিলাম
এই সাদা গোলাপ

এই ক্ষমা সুন্দর মানসিকতার জন্য এঁরা সর্বকালের হয়ে ওঠেন। উর্ধ্বে উঠে প্রকৃত কবির ভূমিকা পালন করেন।

আমার কবিতা (অংশ)
আমার কবিতা পাহাড়ের মত
পাখার পালকে নম্র কোমল
আমার কবিতা নরম সবুজ
আগুন করণ দাউ দাউ জ্বলে

কি আন্তরিক কবিতা আমার
তবুওতো তারা দৃঢ় ইস্পাত
গড়ে পিঠে নাও বাঁকা তলোয়ার
কবিতা আমার কবিতা দিয়ে

আমরা তো জানিই কলম প্রয়োজনে হাতিয়ার হতে পারে। প্রতিরোধী কবিতায় সবসময় এই হাতিয়ার ক্রিয়াশীল।

বিষণ্ণ রবিবার
সূর্য, ঝকঝকে আকাশ আর গির্জার ঘণ্টা
আমাকে বিষণ্ণ করে তোলে
একটি প্রতিবাদীর যন্ত্রণা
কবিতাকে তছনছ করে দেয় গু...
গু একটি পতঙ্গ আমার চেয়ে ঢের সুখী
তারও আছে নিজস্ব বাতাস,
মরবার জন্য নিজের মাটি
গু যেদিন দুর্ভাগ্যের জাহাজ নোঙর
তুলে নিয়ে গিয়েছিল আমার স্বদেশ থেকে
সেদিনই আমার মৃত্যু হয়েছিল।

এই কবিতাটি নিউ ইয়র্ক শহরে বসে লেখা। নির্বাসিতের বেদনা এই কবিতার প্রতি ছত্রে বিধৃত।

মহামুদ দারবিশ (মার্চ, ১৩, ১৯৪১—আগস্ট, ৯, ২০০৮), প্যালেস্টাইন

আরব জগত তথা সারা বিশ্বের একজন উল্লেখযোগ্য এবং উজ্জ্বল কবি, জন্ম আল বিরোয়ায়। সাত বছর বয়সে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন দারবিশ। কেননা ইস্রায়েল তাঁর বাসভূমি জবরদখল করে নেয়। এক বছর পর ফিরে এসে দেখলেন তাঁর জন্মভূমি ইসরায়েলি সেটলমেন্ট হয়ে গেছে। এই নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে থাকার বেদনা সারা জীবন তাঁকে ক্ষুব্ধ করে রেখেছিল। অথচ এই মানবতাবাদী কবি ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। বলতেন, আমাকে হিব্রু শিখিয়েছেন একজন ইহুদী, আমার প্রথম প্রেমিকা ইহুদী তরুনী। আর আমাকে জেলে দেন ইহুদী মহিলা বিচারক।

হিব্রু, ফরাসী আর ইংরেজী জানতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন কবিতা আর সুন্দরের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভাষা। ইস্রায়েল আমার শব্দ ধ্বংস করতে পারবে না। সুইসাইড বম্বার প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি—তারা স্বর্গের সুন্দরী কুমারী চাইছে না, স্বাধীনতা চাইছে।

১৯৬০ সালে ২৩ বছর বয়সে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অলিভের পাতা' বেরোয়। এরপর তিনি বহুদিন ঘুরে বেড়িয়েছেন মিশর, লেবানন, টিউনেশিয়া, সাইপ্রাস, ফ্রান্স ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে। ১৯৭১ সালে মস্কো যান, ১৯৭২ সালে পি. এল. ও সদস্যপদ নিলেন। ১৯৭৪ সালে ইউ. এন. ও ইয়াসার আরাফত-এর বক্তৃতাটি ছিল, তাঁর লেখা "আমি আজ একহাতে অলিফের শাখা আর অন্যহাতে মুক্তিযোদ্ধার বন্দুক নিয়ে এখানে এসেছি। দেখো, আমার হাত থেকে অলিভের শাখা পড়ে যেতে দিওনা।"

তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা তিরিশটির মতো, গদ্য রচনা করেছেন প্রচুর। প্রতিবাদের জন্য তাঁর পাশপোর্ট না নিয়ে হাইফা ছাড়ায় অনেকবার হাজতবাস করতে হয়েছে। স্বীকৃতি পেয়েছেন দেশে-বিদেশে। পেয়েছেন লেনিন পুরস্কার, লোটাস পুরস্কার, ইউনিয়ন অফ আফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স পুরস্কার, স্তালিন শান্তি পুরস্কার।

একেবারে শেষদিকে আদর্শগত কারণে আরাফতের সঙ্গে মতবিরোধ হয়। ২০০২ সালে ইস্রায়েল রামান্না অবরোধ করে আরাফতকে কয়েক মাস নজরবন্দী করে রাখে, তখন দারবিশ সেখানে ছিলেন। সেই সময় তাঁর সুবিখ্যাত কবিতা 'অবরোধ' লেখা হয়। আমার অনূদিত দু'টি স্তবক তুলে দিচ্ছি—

বোমারু বিমানগুলি দিকচক্রবালে মিশে গেলে
পাখিরা আকাশে ওড়ে স্বাধীন ডানায়
উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে সাদা পাখি শ্বেতশুভ্র পাখি
আকাশের পলি ধৌত করে দেয় উজ্জ্বলতা ফেরে।
আরও উচ্চে খেলা করে মুক্তির পাখিরা

দুইটি বোমার মধ্যে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে
একটি মানুষ শুধু বলে ওঠে—এ আকাশ যদি সত্য হত।...

একটি রমনী তার মৃত সন্তানের পাশে বসে
সন্তর্পণে বলেছিল, হে সন্তান বৃষ্টি হয়ে এস
সবুজে সবুজে ঢাকা চলমান বৃক্ষ হয়ে এস
কিংবা পাথর হয়ে রাতের শিশিরে আর্দ্র হয়ে
পাথর না হলে পরে তোমার স্বপ্নের চাঁদ হও
কবরের পাশে বসে সে প্রিয় পুত্রকে বলেছিল
(কৃত্তিবাস, একবিংশ সংখ্যা, ২০০৭)

তাঁর কবিতা ও লেখা প্যালেস্টাইনের জনগণকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছে। ''আইডেনটিটি কার্ড' কবিতায় তুলে ধরেছেন নিজ দেশে পরবাসী হয়ে থাকার যন্ত্রণা।

লিখে নাও, আমি একজন আরব
আমার পরিচয় পত্রের নম্বর পঞ্চাশ হাজার
আটটি সন্তান, নবমটি আসছে কিছু দিনের মধ্যে
তুমি কি রেগে যাচ্ছ? ...

লিখে নাও, আমি একজন আরব
আমার নাম আছে পদবি নেই—
আমি শান্ত হয়ে আছি, কাউকে ঘৃণা করিনা
পরের জিনিষে আমার লোভ নেই
তবে খিদে পেলে,
অন্যায় উচ্ছেদকারীর মাংস
আমার খাদ্য হয়ে উঠবে
সাবধান আমার ক্ষিদে থেকে,
রাগ থেকে সাবধান!

কি আছে দারবিশ-এর কবিতায়? যা আরব সমাজকে গভীরভাবে নাড়া দেয়? তাঁর কবিতার স্বাতন্ত্র কোথায়? কেন এরিএল শারনের মত শক্তিশালী বিপক্ষকেও বলে উঠতে হয়—আমার দারবিশ-এর কবিতা ভালো লাগে। তাঁর সাক্ষাৎকার, বিবৃতি ইত্যাদির উদ্ধৃতি থেকে আমরা কিছুটা বুঝে নেবার চেষ্টা করব—

—একটা কবিতার মধ্যে হাজার হাজার কবি লুকিয়ে থাকে
—প্রতিটি সুন্দর কবিতাই প্রতিরোধের কবিতা
—কবিতা কেবলমাত্র কবিকেই পরিবর্তিত করে

প্রথম স্ত্রী লেখিকা রানা রাব্বানির সঙ্গে বিবাহ বেশিদিন টেকেনি। পরে মিশরের অনুবাদিকা হায়াত হিমিকে বিবাহ করেন। তাঁর কোন সন্তান নেই। গদার তাঁর ছবিতে দরবিশের কবিতা ব্যবহার করেছেন। দরবিশের কবিতায় সুর দিয়েছেন ম্যানুয়েল খালিফে, বলেছেন—এগুলো আমার নিজস্ব আর্তি আর বেদনার কথা। ইস্রায়েল-আমেরিকান সঙ্গীতকার তামার মুস্কাল তাঁর কবিতা নিয়ে সঙ্গীত রচনা করেছেন। দরবিশের জীবন নিয়ে ডকুমেন্টারী করেছেন ফ্রেঞ্চ-ইস্রায়েলি পরিচালক সিমোন বৃতঁ। অন্যতম শীর্ষ আরব কবি নায়মি শিহাব নায়ী বলেন—দারবেশের কবিতা প্যালেস্টাইনের মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসের মতো, তাদের নির্বাসনের যন্ত্রণা আর অস্তিত্বের সাক্ষী। ২০০০ সালে ইস্রায়েলের শিক্ষামন্ত্রী দারবিশের কিছু কবিতা স্কুলে পড়ানোর প্রস্তাব দেন। বিরোধীদের জন্য সে প্রস্তাব বানচাল হয়ে যায়।

আমি এখানে 'ক্ষমা চেয়ো না' (২০০৪) কবিতাগ্রন্থ থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি।